132

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20.DEC ...
পৃষ্ঠা ... ২

ঢাকা ... শিক্ষক সম...

ড. জেড. এন. তাহ্‌মিদা বেগম

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে" ও এই সঙ্কটের কারণে "যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন করতে পারছেন না" উক্তিদ্বয় যা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এই উপলব্ধি থেকেই আমার আজকের এই বক্তব্যের উপস্থাপনা।

দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সংখ্যা অতিরিক্ত থাকায় সেখানে প্রত্যেককে ক্লাস "লোড" দেয়া যাচ্ছে না। এমন শিক্ষকও আছেন যাঁরা বছরেও ক্লাসে যাচ্ছেন না বা তাঁদের ক্লাস দেয়া হচ্ছে না। কোন একটি ইনস্টিটিউটে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব দেবার লক্ষ্যে অথবা সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক থাকার যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে সম্প্রতি সেখানে সম্মান কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। আরও একটি বিষয় সবার জানা প্রয়োজন যে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিসীমার বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫ বছর। ফলে শিক্ষকদের তো অপ্রতুলতা হবার কথা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এছাড়া ৬৫ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও যে সকল শিক্ষক কর্মক্ষম, নিবেদিতপ্রাণ, নিজ নিজ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার সঙ্গে অবদান রাখতে পারবেন বলে তাঁদের বিভাগ মনে করে তাঁদের "সুপার নিউমেরারি অথবা এমিরটাস" অধ্যাপক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগদান করে থাকে। তাঁদের জ্ঞান, মেধা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করে। যার ফলে পরোক্ষভাবে শিক্ষক অপ্রতুলতা কিছুটা হলেও কমছে। আর একটি বিষয় হলো যে, গত দু'বছর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম পর্ব এমএসসি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকাংশে কমে গেছে। সে ক্ষেত্রে তো শিক্ষকদের সংখ্যা কমানো হয়নি। তাহলে বলা যায়, এ পদক্ষেপ গ্রহণ করবার ফলে সামান্য হলেও শিক্ষকের সংখ্যা এখানে অতিরিক্ত হয়েছে।

যে সকল শিক্ষক অন্য বিশ্ববির্দ্যালয়ে এবং এনজিওতে তাঁদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক বা খণ্ডকালীন কাজ করতে চান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তাঁদের সে কাজে অনুমতি দেবার নিয়ম আছে। তবে সে ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্বাধীন ক্লাসসমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষাক্রম যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটা নিশ্চিত করবার পরই স্ব স্ব বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনুমতি দিয়ে থাকে। এটা কোন নিয়ম বহির্ভূত ব্যাপার নয়। যে বিষয়টা ছাত্রছাত্রী এবং জাতিকে উদ্বিগ্ন করে তোলে সেটা হচ্ছে–কিছু কিছু শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটাকে গৌণ করে বাইরের এ সকল কাজকে মুখ্য করে তোলেন। ফলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা পরীক্ষা পরিচালনায় এবং ফল প্রকাশে বেশ অবহেলা করে থাকেন। এ ধরনের আচরণ মোটেও কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাতির বিবেক বলে আমরা দাবি করে থাকি। তাই যদি হয় হবে এ ধরনের আচরণ কেন? তাঁদের বিবেক জাগ্রত হোক এই কামনা আমাদের সবার। এছাড়া যদি কোন শিক্ষক বিভাগীয় কাজে অবহেলা করেন সেজন্য বিভাগীয় সভাপতি এবং Co-ordination and Development (C & D) পর্ষদ রয়েছে, সেখানে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু একই বিভাগ যেখানে আমরা সবাই নিজেদের এক পরিবারের সদস্য বলে দাবি করি, সেখানে প্রায়শ বিভাগীয় সভাপতি বা C & D কমিটি এই অপ্রিয় কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে বিষয়টি আর উর্ধতন অফিসে অর্থাৎ উপাচার্য মহোদয়কে জানানো হয় না।

কর্তৃপক্ষ আশা করে যে, শিক্ষকদের মূল্যবোধ/জীবনবোধ আর দশটা জনসাধারণের চেয়ে অনেকাংশে বেশি। তাঁরা কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষেই এই খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ পেয়েছেন। যার ফলে একদিকে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিতরণ করতে সক্ষম হচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আরও অধিক আর্থিক তথা মানসিক শান্তি/স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই তাঁরা তাঁদের প্রকৃত চাকরি ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান হবেন এটা সবাই আশা করেন।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা বিদেশে চাকরির জন্য অনেক শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের অধিককাল দেশের বাইরে কাটান এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ যদি সজাগ থাকে তাহলে এ সকল শিক্ষক ছুটি শেষে দেশে ফিরবার তাগিদ বোধ করতেন। ফলে শিক্ষকের "কৃত্রিম" অপ্রতুলতা অনেকাংশে কম হতো। অনেক ক্ষেত্রে "ছুটিজনিত" পদে "অস্থায়ী" বা "এডহক" ভিত্তিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগদানের ফলে বিভাগ পর্যায়ে বেশ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুমোদিত পদ আছে বলেই যে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজন নেই অথচ এ ধরনের চাপ আ... বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কোন কো... সভায় বিভিন্ন বিভাগ থেকে ... অধিক পদ বিলুপ্তির প্রসঙ্গ এসে... সেটা যে কারণেই হোক বাস্ত... যায়নি।

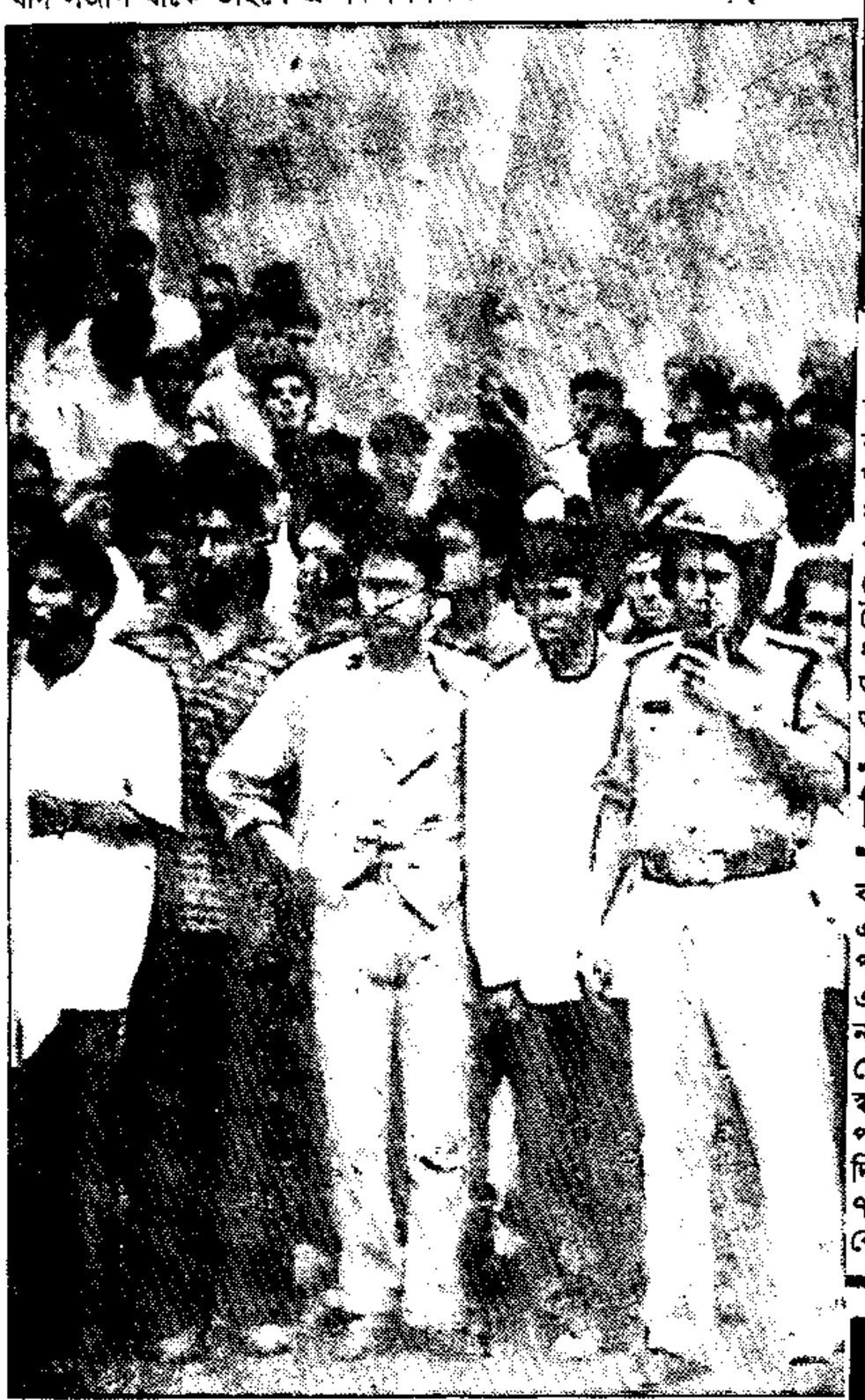

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই একটি... প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা যদি বোঝে... যে তাদের ক্লাসশিক্ষক ঠিক... নিচ্ছেন না, তাহলে তাদের অধি... ব্যাপারে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে ত... প্রয়োজনে উপাচার্য মহোদয়... অবহিত করা। "ক্লাস হলো ন... ঘরে ফিরে এলাম" সেটা হও... যে ছাত্রছাত্রীরা বাইরে কো... চাপে বা পরীক্ষা পিছানোর, ... জন্য এ ধরনের বিভিন্ন কার... করতে পারে, তাঁরা তাদের ... "ক্লাসে গেলে ক্লাস হবে" ... করতে পারে না সেটা আমার ... শিক্ষকতার খেদ বা আফসোস। ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস অনেক কমে গেছে। দেখা যায় না উত্ত... পরিকল্পনা। আশা করা যায় অচিরেই দূর হবে শিক্ষক সমস্যা ও শিক্ষা...

নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ

বিশ্বজিৎ মনি

তাঁর কাছে আনার জন্য শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বংশীবাদককে আনা হলে বেগম তাকে ধর্মপুত্র বানিয়ে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধনসম্পদ, নৌকা ও মাঝি-মাল্লাসহ বেরিয়ে পড়েন প্রাসাদ থেকে। বংশীবাদক ছিল জেলে অবস্থানরত সাজাপ্রাপ্ত একজন সৈনিক। তার নাম ছিল 'কালাপাহাড়'। ধর্মপুত্র কালা পাহাড়কে সাথে নিয়ে বেগম অজানার পথে চলতে চলতে এক গভীর অরণ্যে নেমে পড়েন। সেখানেই তারা বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। তারা প্রথমে একটি বসতবাটি স্থাপন করেন এবং পাশেই স্থাপন করেন মাঝারি আকারের এক দীঘি। গৌড়ের সোনা মসজিদের নামানুকরণে দীঘির নাম রাখেন সোনাদীঘি। এই সোনাদীঘি আজও কালের স্বাক্ষী বহন করছে।

পরে কুসুম বিবি ধর্মপুত্র কালাপাহাড়কে দিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ এবং তৎসংলগ্ন ৭৭ বিঘা জলাবিশিষ্ট দীঘিটি খনন করান। বেগমের নামের সঙ্গে শাহ সুলতানের স্মৃতি রক্ষার্থে 'শাহী' শব্দ সংযো... মসজিদটির 'কুসুম্বী শাহী ... নামকরণ করা হয়। পরে এটি ... মসজিদ' নামেই পরিচিত হয়ে... মতান্তরে আরও জানা যায়, ... বিবির এখানে অবস্থানকালে ... 'মানসা' নামের জনৈক কামেল ... সান্নিধ্যে এলে বেগম উক্ত ... কেরামতিতে দূর থেকে কৃষ্ণপা... ফকিরের নেতৃত্বে এবং কা... সহায়তায় এই মসজিদ স্থাপন ... করান। কৃষ্ণপাথরের নির্মিত ... সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত এ ... নির্মাণশৈলী দর্শনীয়। পাথরে ... কারুকার্য দেশী-বিদেশী পর্য... আকর্ষণ করে। এই মসজিদের ... প্রতিকৃতি সরকার '৭৬ সালে ... নোটে সন্নিবেশিত করে দে... সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে। এমনি ... বিবির নামানুসারে প্রথমে মস... এবং পরে এলাকার নাম 'কু... হিসাবে পরিচিতি বহন করছে। ... এখান থেকে শাসনকার্য চালা... নির্দশন মিলে না। অনেকে বলেন, এখানে শাসনকার্য ও ...